দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...JUN 11 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

নট্রামস-এ দুর্নীতি অপচয়-৩

১৫ বছরে ১৫ কোটি টাকা বিধি বহির্ভূত ব্যয়

হাসিবুর রহমান বিলু ॥ জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নট্রামস) পরিচালক আবদুল মান্নান সরকার অর্থ সংক্রান্ত দেশে প্রচলিত সরকারি আইন মানেন না। নট্রামস সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও পরিচালক ইচ্ছামত খরচ করেন সরকারি অর্থ।

বেশ কয়েকটি তদন্ত রিপোর্ট থেকে এবং অনুসন্ধান করে জানা গেছে গত ১৫ বছরে অর্থ সংক্রান্ত সরকারি বিধি লংঘন করে নট্রামস পরিচালক অন্তত ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি উন্নয়ন কাজ এবং অবৈধভাবে নিয়োগ করা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন খাতে এ বিপুল অংকের টাকা ব্যয় করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপ-সচিব (কারিগরি) '৯৬ সালের ১৮ই মার্চ মন্ত্রণালয়ে নট্রামস পরিচালকের অনিয়ম-তান্ত্রিক ব্যয় সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ে যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন তাতে বলা হয়েছে তিনি সরকারি বিধি লংঘন করে ২ কোটি টাকা নিজের ব্যাংক হিসেবে নিয়ে ইচ্ছামত খরচ করেছেন। এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের এ বিপুল অংকের টাকা নিজের ব্যাংক হিসেবে নেবার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে জেলা হিসাব-রক্ষণ অফিস। বরাদ্দ ছাড়াই একই প্রকল্পের তিনি আরো ৪ কোটি ৫৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন। শুধু তাই নয় শিক্ষার উন্নয়নে দেয়া টাকা থেকে তিনি হরিণ কিনেছেন, কিনেছেন ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার (ভিসিআর), টেপরেকর্ডার, রঙিন টেলিভিশনসহ আরো অনেক কিছুই যার প্রয়োজন নট্রামাস-এ কখনোই ছিল না। তিনি অবৈধভাবে আরো যেসব ব্যয় করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঐ প্রকল্প বহির্ভূত বকেয়া বিল পরিশোধ। তিনি সরকারি অনুমোদন এবং অর্থ বরাদ্দ ছাড়াই ২২ লাখ টাকা ব্যয়ে দোতলা একটি ভবন নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ বিল শোধ করা হচ্ছে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে। শুধু তাই নয় এ বিলের একটি অংশ পরিশোধ করা হয়েছে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর টানা ৩ মাস একদিনের বেতন কেটে নিয়ে।

"নট্রামস প্রশিক্ষণ উপকরণাদি উন্নয়ন" প্রকল্প অনুমোদন হবার আগেই পরিচালক আবদুল মান্নান সরকার প্রায় ১৩ লাখ টাকার কম্পিউটার কিনেন। এ কম্পি-উটারের বিল পরিশোধ করা হচ্ছে ভুয়া বিল ভাউচার তৈরি করে. নগদ অর্থে। খরচ দেখানো হচ্ছে অন্য খাতে।

অনুসন্ধান করে জানা গেছে, নট্রামস-এ এখন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ খাত থেকে যে টাকা আদায় হচ্ছে তা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা না দিয়ে পরিচালক নিজের ব্যাংক হিসাবে রাখছেন। একই অবস্থা করা হচ্ছে গেস্ট হাউজ এবং ক্যান্টেরিয়ার আয় থেকে পাওয়া অর্থ। যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে সরকারি কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন এবং চাহিদা মেটাতে নট্রামস-এর অনেক দামি দামি সরকারি সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে। যেমন ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে ১ লাখ ৮৮ হাজার টাকায় কেনা একটি নতুন লেদ মেশিন। শুধু তাই নয় অনেক বাংলা, ইংরেজি ও আরবী টাইপ রাইটার মেশিন, টেবিল চেয়ারও রাতারাতি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে, এখনও হচ্ছে।